আমি তো
নামাজ পড়তে চাই
কিন্তু...

লেখকঃ

শায়খ আব্দুর রাকীব বুখারী মাদানী

লিসান্স, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় (সউদী আরব)
বিভাগঃ শরীয়াহ (ইসলামিক আইন-কানুন)

আলোকিত প্রকাশনী

সূচীপত্র

ভূমিকা

বইটির কয়েকটি বৈশিষ্টঃ ৮

ধবধবে সাদা কাফন ৯

প্রথম অধ্যায়ঃ পবিত্রতার বর্ণনা

ক. শারীরিক পবিত্রতা ১১

১. ছোট নাপাকীর বর্ণনাঃ ১১

২. বড় নাপাকীর বর্ণনাঃ ১১

নাপাক ব্যক্তির উপর যা করা নিষেধ ১২

গোসলের বিধান ১৩

খ. পোশাক পরিচ্ছদের পবিত্রতা ১৩

গ. নামাযের স্থানের পবিত্রতা ১৪

পানির বর্ণনা ১৪

চৌবাচ্চায় ইংরেজ ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ অযু, মাসাহ্ এবং তায়াম্মুম

অযুর পদ্ধতিঃ ১৬

অযু শেষে দোআঃ ১৭

অযু সম্পর্কে আরো কিছু জ্ঞাতব্যঃ ১৮

অযু ভঙ্গের কারণ সমূহঃ ১৮

চপ্পলের আওয়াজ ১৯

মাসাহ্ এর বর্ণনা ২০

পট্টি বা বেন্ডেজের উপর মাসাহঃ ২১

এ কি আকাঙ্খা!! ২২

তায়াম্মুমের বিধান ২২

তায়াম্মুমের পদ্ধতিঃ ২৩

প্রকৃতিগত সুন্নত (ফিত্বরাতী সুন্নত) ২৩

পেশাব পায়খানার আদব ২৪

সুস্থ রোগী!!! ২৫

আযান ও ইকামত ২৫

হুইল চেয়ারে ১১২ বছরের বৃদ্ধ ২৮

তৃতীয় অধ্যায়ঃ নামাযের বর্ণনা

নামাযের (স্বালাতের) গুরুত্বঃ ৩০

নামায পরিত্যাগকারীর বিধান ৩১

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নামসমূহঃ ৩৩

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের শুরু এবং শেষ সময়ের বর্ণনাঃ.....৩৩
নামায পড়ার নিয়ম জানার পূর্বে কয়েকটি বিষয়ঃ ৩৪
প্লেনের মসজিদ!!.....৩৫
নামায পড়ার পদ্ধতি.....৩৬
উচ্চারণ এবং অর্থ সহ সূরা ফাতেহাঃ ৩৯
শিশু তার মাকে বলে.. । ৪২
একত্রিত দুআ / মুনাজাতঃ ৪৮
সূরা, দোআ জানে না, এরকম লোক কি ভাবে নামায পড়বে? ৪৮
নামাযে ভুল হলে বা সন্দেহ হলে ৪৯
দুটি বাক্য, বলতে সহজ ৫০
সালামের পর পাঠিতব্য কিছু দোআ ও যিক্‌র ৫১
আপনি কি কুরআন পড়া শেখতে চান? ৫৩
বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ সহ ১০টি সূরা ৫৪
১. সূরা ফীল ৫৪
২. সূরা কুরাইশ ৫৫
৩. সূরা মাঊন.....৫৫
৪. সূরা কাওসার ৫৬
৫. সূরা কা-ফিরূন.....৫৬

৬. সূরা নাস্‌র ৫৭
৭. সূরা লাহাব্‌ ৫৮
৮. সূরা ইখলা-স ৫৮
৯. সূরা ফালাক্ব ৫৯
১০. সূরা নাস ৫৯
সাক্ষাৎ করে খুর কাঁচি নিয়ে ৬০
সুন্নত / নফল নামাযের বর্ণনা ৬০
সুন্নতে মুআক্কাদার সংখ্যা এবং ফযীলত ৬১
তাহাজ্জুদ্দের নামায ৬১
খচ্চরের কারণে শাস্তি ৬২
বিত্‌রের নামায ৬৩
দোআয়ে কুনূত ৬৪
দোআয়ে কুনূত-উচ্চারণ ও অনুবাদঃ ৬৪
মানিক মিঞা ৬৫
জুমআর নামায ৬৭
শুনে আসছি শুধু ৭০
জানাযার নামায ৭১
জানাযার নামায পড়ার পদ্ধতি ৭৩

আমি তো নামাজ পড়তে চাই কিন্তু...

ফিরে যাও .. পুনরায় নামায পড় ৭৬

দুই ঈদের নামায ৭৬

পরিশিষ্ট

১. ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া প্রসঙ্গ ৭৮

ক. ইমামের পিছনেও সূরা ফাতেহা পড়তে হবে, এ মতের দলীলাদিঃ..... ৭৯

খ. ইমামের পিছনে কোন নামাযেই না সূরা ফাতেহা পড়া যাবে আর না অন্য কোন সূরা। এ মতের দলীলাদিঃ.....৮০

গ. জেহরী নামাযে পড়তে হবে না কিন্তু সির্‌রী নামাযে পড়তে হবে। এই মতের দলীলাদিঃ ৮৩

২. মুখে সশব্দে নিয়ত পড়া প্রসঙ্গ ৮৪

মুখে উচ্চারণকৃত নিয়তের ক্ষতিকারক দিকসমূহঃ ৮৮

৩. ফরয নামায শেষে সম্মিলিত দোআ প্রসঙ্গ.....৮৯

প্রচলিত এই দোআর কিছু সমস্যাঃ ৯২

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد:

আমরা অনেক ক্ষেত্রে অনেক ভাইকে নামায না পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতে শুনিঃ নামায তো পড়তে চাই কিন্তু ..অলসতার কারণে পড়িনা..সময় পাই না..সূরা জানি না..দোআ জানি না..আরবী পড়তে পারি না..হয়তবা কেউ মুখে না বললেও মনে মনে বলে, নামায পড়া জরুরী মনে করি না.. ইত্যাদি ।

নামায না পড়ার এসব ঠুনকো অজুহাতের সহজ সমাধানার্থে এবং সমাজের সকল শ্রেণীর মুসলিম/মুসলিমা ভাই-বোনদের নামাযের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে এই পুস্তকটি সংক্ষেপে লেখা হল। যদিও বাজারে, বাজারী বই-পুস্তকের ছড়াছড়ি কিন্তু সরাসরি কুরআন ও সহীহ হাদীস হতে সংকলিত পবিত্রতা, অযু এবং নামাযের বিধিবিধান সম্পর্কীও বই পুস্তকের যথেষ্ট অভাব এখনও লক্ষ্য করা যায়। আশা করি এ শুন্যতা পূরণে বইটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে। আল্লাহ তুমি কবূল কর! আমীন!

বইটির কয়েকটি বৈশিষ্টঃ

ক. সমস্ত তথ্য কুরআন ও সহীহ হাদীস হতে বরাত সহ সংকলিত হয়েছে।

খ. বরাত সমূহে হাদীসের বইগুলির পৃষ্ঠা সংখ্যার বদলে অধ্যায় (কিতাব) এবং অনুচ্ছেদ (বাব) এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কারণ হাদীসের এ সব বই বিভিন্ন প্রেসে মুদ্রণের ফলে পৃষ্ঠা সংখ্যায় মতভেদ রয়েছে। তাই অধ্যায় এবং অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা হয়েছে যেন পাঠক চাইলে সহজে খুঁজে বের করে উপকৃত

হতে পারেন।

গ. আল্লাহ বলেনঃ তুমি ঘটনা বর্ণনা কর, হয়তো তারা চিন্তা ভাবনা করবে। [আরাফ/১৭৬]

এ মহা বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। হতে পারে কেউ হেদায়েত পাবেন।

ঘ. আরবী পড়তে জানেন না এরকম ভাইদের খেয়াল রেখে আরবী সূরা ও দোআসমূহের বাংলা উচ্চারণ সহ অর্থ লেখা হয়েছে যেন সকল শ্রেণীর লোক উপকৃত হতে পারেন।

পরিশেষে আন্তরিকতার সাথে পাঠকবৃন্দের নিকট আবেদন রইল যে, মানুষ হিসাবে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তাই বিজ্ঞ মহল হতে গঠনমূলক সুপরামর্শ পেলে কৃতজ্ঞতায় বাধিত হব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে। ইনশাআল্লাহ।

ধবধবে সাদা কাফন

প্রথম লাইনের প্রায় মাঝখানে ফাহীম.. প্যান্ট এবং শার্ট তার পরনে.. মাথায় হাত রুমাল পেঁচানো.. পিছনে আরো দুই তিনটি লাইন.. ক্লান্ততা বিষণ্নতা তার চেহারায়..আসলে সে তার অতি আদরের মায়ের জানাযার নামায পড়ার জন্য সবার সাথে প্রথম লাইনে দাঁড়িয়েছে। জীবনে দুঃখ, অনেক সময় মানুষকে হিংস্র হানা দেয় কিন্তু.. মা জননীর মৃত্যু!! শুনেই কেমন যেন অন্তরে এক আতংকের সৃষ্টি হয়। আজ ফাহীমের তাই হয়েছে ..তার অন্তরে বেদনার যে কত ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ছিল তা একমাত্র সেই অনুভব করছিল।

সে নিত্যান্ত পবিত্র মনে .. উদার মনে .. আদরের মায়ের জানাযার নামায পড়তে প্রস্তুত.. কিন্তু লাইনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে অতই বেশি অনুতপ্ত ও লজ্জিত বোধ করছিল.. কারণ.. আদরের মৃত মায়ের সম্মুখে সেও যেন এক জীবন্ত মৃত দেহ! সে জানাযার নামায পড়তে

জানে না .. কোন দিন পড়েও নি.. কারণ সে, গ্রামের বাইরে এমন সমাজে বড় হয়েছিল যেখানে কোন দিন জানাযা পড়ার সুযোগ তার ঘটেনি। সে কোন সূরা জানে না .. দোআ জানে না.. তার মন বলছিল মায়ের জন্য মন উজাড় করে দোআ করব.. কিন্তু .. কি বলব?

সে ডানে তাকায় বামে তাকায়.. সামনে ইমামকে দেখে.. ইমাম সাহেব কয়েকবার 'আল্লাহুআকবার' বলেন। লোকেরা ফিস ফিস করে কি যেন পড়তে থাকে.. তার নজর .. শেষ মেষ ধপধপে সাদা কাফনে জড়ানো মা জননীর উপর থেমে যায়। চোখের কোন থেকে অশ্রু ধারা নিঝরে গাল বেয়ে ঝরতে থাকে। তার অন্তর যেন চিৎকার করে বলে হায় অধম ফাহীম! মা ইহজগৎ ছেড়ে চলে গেল.. অথচ তাঁর জানাযার নামাযটুকু পড়ে বিদায় দিতে পারলি না.. দোআও করতে পারলি না.. তোমাকে ধিক! শত ধিক!!

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা! এ করুণ রহস্য কি শুধু ফাহীমের? না আপনার এবং আমারও। আমাদের আপন কেউ মারা গেলে পারবো তো শুদ্ধ ভাবে জানাযার নামায পড়তে? আল্লাহ না করুক যে সেরকম হোক। গ্রামে-গঞ্জে শহরে-নগরে বসবাস করে, এরকম অসংখ্য ভাইদের অবস্থাও কিন্তু আসলে অনুরূপ। তবে এ রহস্য গোপনে। আসুন না এ করুণ রহস্যের অপসারণ করি, পড়তে আরাম্ভ করি, জানতে শুরু করি।

প্রথম অধ্যায়ঃ পবিত্রতার বর্ণনা/

الباب الأول: الطهارة

নামাযের পূর্বেঃ নামাযী ভাইকে নামাযের পূর্বে অযু করতে হবে এবং অযুর পূর্বে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। তিনটি বিষয়ে পবিত্রতার খেয়াল রাখা আবশ্যিক কর্তব্যঃ

ক. শারীরিক পবিত্রতা।

খ. পোশাক পরিচ্ছদের পবিত্রতা।

গ. নামায পড়ার স্থানের পবিত্রতা।

ক. শারীরিক পবিত্রতা

মুসলিম ব্যক্তি সাধারনতঃ পাক। তবে তার দৈহিক বা শারীরিক অপবিত্রতা দুই প্রকারেরঃ

১. ছোট অপবিত্রতা (ছোট নাপাকী)।

২. বড় অপবিত্রতা (বড় নাপাকী)।

১. ছোট নাপাকীর বর্ণনাঃ

ছোট নাপাকী বলতে এমন নাপাক অবস্থাকে বুঝায়, যা কেবল অযু করলে দুর হয়ে যায়। যেমন পেশাব পায়খানা করা, বায়ু নির্গত হওয়া, অসুখের কারণে প্রস্রাব বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে অন্য কিছু বের হওয়া, ঘুম যাওয়া, অজ্ঞান হওয়া এবং উটের মাংস খাওয়া। এসবের কোন একটি ঘটলে ছোট নাপাকীর অবস্থা বুঝায় এবং শুধু অযু করলে পবিত্র হওয়া যায়।

২. বড় নাপাকীর বর্ণনাঃ

বড় নাপাকী এমন অপবিত্র অবস্থাকে বুঝায়, যা অযু দ্বারা দূরীভূত

গোসলের বিধান

أحكام الغسل

বড় নাপাকী হলে গোসল জরুরী হয়। আল্লাহ বলেনঃ যদি তোমরা অপবিত্র থাক তাহলে বিশেষ ভাবে পবিত্র হাসিল কর। [মায়েদাহ/ ৬]

* গোসল হলঃ পবিত্রতার উদ্দেশ্যে সারা শরীর পূর্ণ রূপে পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলা। এতটুকু হলেই গোসল হয়ে যায় তবে উত্তম এবং সুন্নতী পদ্ধতিতে গোসলের নিয়ম নিম্নরূপঃ

* প্রথমে অন্তরে বড় নাপাকী হতে পবিত্রতার (নিয়ত) ইচ্ছা করা।

* অতঃপর দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা।

* অতঃপর বাম হাতে পানি নিয়ে লজ্জাস্থান ধৌত করা। সাথে সাথে নোংরাযুক্ত স্থান ধুয়ে ফেলা।

* অতঃপর 'বিসমিল্লাহ ' বলে নামাযের মত অযু করা।

* তারপর তিন অঞ্জলি পানি দ্বারা মাথার চুলসমূহ ভালভাবে ধৌত করা

* তারপর সারা শরীর ধৌত করা।

আয়েশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন নবী (সাঃ) জানাবাতের (বড় নাপাকীর) গোসল করতেন তখন, ''প্রথমে দুই হাত ধুতেন। তার পর অযু করতেন যেমন নামাযের জন্য অযু করা হয়। তার পর পানি দ্বারা মাথার চুলের খিলাল করতেন। তার পর মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢালতেন''। [বুখারী, অধ্যায়ঃ গোসল, হাদীস নং ২৪৮]

অন্য বর্ণনায় প্রথমে দুই হাত ধোয়ার পর লজ্জাস্থান ধৌত করার বর্ণনা এসেছে। [ঐ নং ২৫৭]

খ. পোশাক পরিচ্ছদের পবিত্রতা

পোশাক পাক থাকা বলতে বুঝায় যে, যে কাপড় পরিধান করে নামায পড়া হবে তা যেন পেশাব পায়খানা হতে মুক্ত হয়। [আহমদ, ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৫৪২]

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ অযু, মাসাহ্ এবং তায়াম্মুম

الباب الثانى: فى بيان أحكام الوضوء والمسح والتيمم

অযুর পদ্ধতিঃ

* মুসলিম ভাইকে অযু শুরু করার পূর্বে অন্তরে অযুর নিয়ত (ইচ্ছা) করতে হবে। [বুখারী প্রথম হাদীস]

অর্থাৎঃ খেলা ধুলা বা হাতে নোংরা লাগলে মানুষ যেমন বিনা কোন নিয়তে হাত পা ধৌত করে তেমন যেন না হয় বরং মনে অযু করার ইচ্ছা থাকতে হবে।

* তার পর বিসমিল্লাহ বলতে হবে।[৯] যদি কেউ বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায় তো, অযু হয়ে যাবে। পুনরায় আর করতে হবে না।[১০]

* অতঃপর পানি দ্বারা দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধুতে হবে।[১১]

* তার পর কুলি করতে হবে।[১২] কুলি করার নিয়ম হল, মুখের ভিতরে পানি নিয়ে তা, ভালভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া।

* অতঃপর হাতে পানি নিয়ে তা নাকের ভিতর টেনে নিয়ে বাইরে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে।[১৩] তবে রোযা অবস্থায় নাকের ভিতর পানি না টেনে সাধারণ ভাবে পরিষ্কার করতে হবে।[১৪]

* অতঃপর মুখমন্ডল ধুতে হবে। [সূরা মায়েদাহ / ৬]

মুখমন্ডল বা চেহারার সীমা হচ্ছে; কপালের উপরে যেখানে মাথার চুলের শুরু সেখান থেকে নিম্নের দিকে থুৎনীর নিচ পর্যন্ত। প্রস্তের

৯. আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, হাদীস নং ১০১।
১০. ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ ত্বালাক, অনুচ্ছেদঃ জোরপূর্বক এবং ভুলক্রমে তালাক।
১১. বুখারী, অধ্যায়ঃ অযু।
১২. বুখারী, অধ্যায়ঃ অযু, হাদীস নং ১৬৪।
১৩. বুখারী, অধ্যায়ঃ অযু, হাদীস নং ১৬৪।
১৪. আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, হাদীস নং ১৪২।

মাসাহ্ এর বর্ণনা

أحكام المسح

মোজার উপর মাসাহ্ঃ ইসলাম সহজ সরল ধর্ম। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কষ্ট চান না। তাই অধিক কষ্টের সময় সহজ বিধান দেন। সেই সহজ বিধানগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে; মোজা পরিধানকারী ব্যক্তি অযু করার সময় মোজা না খুলেই তার উপর মাসাহ করতে পারে।

* মোজার উপর মাসাহ করা একটি প্রসিদ্ধ বিধান যা, প্রচুর হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম আহমদ বলেনঃ 'এ বিষয়ে সাহাবাবৃন্দ হতে ৪০ টি মারফূ হাদীস বর্ণিত হয়েছে'। [নায়লুল্ আউত্বার, ১/২৩২]

* চামড়ার মোজা, উলের মোজা, সুতি মোজা সব প্রকারের মোজার উপর মাসাহ জায়েয। কারণ এসবকে মোজা বলা হয় এবং নবীজী বিনা পার্থক্যে মোজার উপর মাসাহ জায়েয করেছেন। শুধু যুগের পরিবর্তনে তৈরীর সামগ্রী ভিন্ন হয়েছে মাত্র।

মাসাহ্র সময় সীমাঃ মুকীম (স্বীয় বাসস্থানে অবস্থানকারী) ব্যক্তি একদিন এক রাত এবং মুসাফির ব্যক্তি তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত অযুর সময় পা না ধুয়ে মাসাহ করতে পারে।[২৬]

* মোজা পরার পর প্রথম অযু ভঙ্গের সময় থেকে মাসাহ করার সময় শুরু হয়।[২৭]

মাসাহ্ করার নিয়মঃ পানিতে হাত ভিজিয়ে নিয়ে, ভেজা আংগুলগুলো পায়ের আংগুলগুলির উপর রেখে উপরের দিকে এমন ভাবে টানা যেন, মোজার অধিকাংশ স্থানে আংগুলগুলি স্পর্শ করে।[২৮]

---

২৬. মুসলিম, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ মোজার উপর মাসাহ করারর সময় সীমা। নং ৬৩৭

২৭. আল্ মুলাখ্খাস আল্ ফিক্হী, ১/৪১।

২৮. আল্ মুলাখ্খাস আল্ ফিক্হী, ১/৪৩।

এ কি আকাঙ্খা!!

এক নামাযী ব্যক্তি প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে আছে.. অন্য এক ভাই তার সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশে যায়.. দেখে.. কি করুন দৃশ্য! মাথা ছাড়া শরীরের কোন অঙ্গই নড়ছে না.. সব অবস..সে তার অবস্থা দেখে.. মনে রহম আসে.. সে রোগীকে বলেঃ ভাই তোমার আশা কি? তোমার আকাঙ্খা কি? রোগী বলেঃ আমার বয়স প্রায় চলিশ.. আমার পাঁচ জন সন্তান আছে.. আর আমি এই অসুস্থের খাটে সাত বছর ধরে পড়ে আছি.. আল্লাহর কসম! আমি এ খাট থেকে উঠে চলা-ফেরা করি.. এ আশা আমার নেই.. ছেলে-পেলেদেরও দেখতে চাই না.. আর না অন্যান্য মানুষের মত জীবন যাপন করার আকাঙ্খা আমার মনে.. আমার আশাঃ যদি এই কপালকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটু মাটিতে ঠেকাতে পারত-াম..অন্যদের মত সিজদা করতে পারতাম!! হে সুস্বাস্থের অধিকারী! আপনি নামায আদায় করেন তো.. কপাল মাটিতে ঠেকান তো?!

তায়াম্মুমের বিধান

أحكام التيمم

'মুশকিলে আসান '। বান্দা অসুবিধায় পড়লে আল্লাহ সহজ বিধান দ্বারা মুশকিল দুর করেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে 'তায়াম্মুম'। মুসলিম ব্যক্তি ছোট নাপাকী বা বড় নাপাকী থেকে পবিত্রতা হাসেল করার সময় পানি না পেলে বা পানি ব্যবহারে ক্ষতির আসংকা থাকলে, পানির পরিবর্তে পাক মাটি দ্বারা বিশেষ পদ্ধতিতে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। একেই তায়াম্মুম বলে।

আল্লাহ বলেনঃ .. যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা হতে আসে কিংবা স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, অতঃপর পানি না পায় তবে সে যেন পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নেয়,

তৃতীয় অধ্যায়ঃ নামাযের বর্ণনা

الباب الثالث: الصلاة: أهميتها ، حكمها ،أوقاتها ، صفتها ...

নামাযের অর্থঃ নামায ফার্সী শব্দ। কুরআন এবং হাদীসে বা শরীয়তের পরিভাষায় উহাকে ''স্বালাত'' বলা হয়। 'স্বালাত' শব্দের অভিধানিক অর্থঃ দোআ, রহমত, ক্ষমা, প্রার্থনা ইত্যাদি। [আল্ ক্বামূস আল্ মুহীত]

পারিভাষিক অর্থেঃ 'উহা একটি ইবাদত যা বিশেষ কিছু ক্রিয়া এবং কথার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়, যা শুরু হয় তকবীরে তাহরীমা দ্বারা এবং শেষ হয় সালাম দ্বারা'। [ফিক্হুস্ সুন্নাহ, ১/৬৭]

নামাযের (স্বালাতের) গুরুত্বঃ

১. আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর বা কালেমায়ে শাহাদাতের সাক্ষ্য দেয়ার পরে পরেই মুসলিমের প্রতি নামায সার্বিকভাবে সম্পাদন করা জরুরী করা হয়েছে। [হাদীসে মাআয]

২. নামায ইসলামের মূল স্তম্ভ। [তিরমিযী, ইবনু মাযাহ,আহমদ] স্তম্ভ ব্যতীত যেমন কোন ছাদ হয় না তেমন নামায ব্যতীত মুসলিম হওয়া যায় না।

৩. কুরআন মজীদে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার একটি মাত্র আদেশ সর্বক্ষণ ও সবসময়ের জন্য হয়ে থাকে এবং তা জরুরী হয়। কিন্তু নামায একটি এমন গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী বিধান যার আলোচনা মহান আল্লাহ ৮০ বারের উর্ধ্বে করেছেন। তাহলে এর গুরুত্ব কত বেশি অনায়াসে অনুধাবন করা যায়।

৪. কেয়ামতের দিনে বান্দার সর্বপ্রথমে যে বিষয়ের হিসাব নেওয়া হবে তা হচ্ছে নামায। নামাযের হিসাব ঠিক হলে বেড়াপার। গোলমাল হলে সব পন্ড হয়ে যাবে। [সিলসিলা সহীহা নং ১৩৫৮]

আছেন কি কোন ভাই, যিনি জীবনের হাজারো মাসের মধ্যে মাত্র একটি মাস আল্লাহ তাআলার বাণী, কুরআন শিক্ষার উদ্দেশে ব্যয় করবেন?

বিনিময়ে পাবেন এক একটি অক্ষরের বদলে এক একটি নেকী। কেন না আগামী কাল থেকে বা ছুটির মাসে বা রমযান মাসে এ কাজ আরাম্ভ করি! এর পর কুরআনের অর্থ জানাও বর্তমানে সহজ। যে কোন একটি বিশ্বস্ত বাংলা অনুবাদ কুরআন মজীদ ক্রয় করলে অর্থ হতে উপকৃত হতে পারেন।

বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ সহ ১০টি সূরা

বিঃদ্রঃ আরবী আয়াতসমূহ বাংলায় পড়ার সময় [া- ি- ু-] টেনে পড়বেন না। যে অক্ষরের পরে [া- ূ- ঈ- ঊ এবং (-) হাইফেন] থাকবে, উহা টেনে পড়ুন। যেমনঃ 'আ-লামীন ' শব্দের, (আ-) এবং (মী) টেনে পড়ুন তবে (লা) বিনা টেনে পড়ুন।

১. সূরা ফীল

* আঊযু বিল্লা-হিমিনাশ্ শায়ত্বা-নির রাজীম।

অর্থঃ বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা চাচ্ছি।

* বিস্ মিল্লা-হির্ রাহমা-নির্ রাহীম।

অর্থঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি পরম করুণাময় দয়ালু।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلْ . أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيْلْ . وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيْلْ . تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلْ . فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلْ .

উচ্চারণঃ আলাম্ তারা কাইফা ফাআলা রাব্বুকা বি আসহা-বিল্ ফীল্ (১) আলাম্ ইয়াজ্ আল্ কাইদাহুম্ ফী তাযলীল্ (২) ওয়া

৯. সূরা ফালাক্ব

বিস্ মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ . مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ . وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ. وَ مِنْ شَرِّ النَّفّثتِ فِى الْعُقَدْ . وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ .

উচ্চারণঃ কুল্ আউযু বি রাব্বিল্ ফালাক্ব (১) মিন্ শার্ রি মা-খালাক্ব (২) ওয়া মিন্ শার্ রি গা-সিকিন্ ইযা- ওয়াকাব্ (৩) ওয়া মিন্ শার্ রিন্ নাফ্ফা-সা-তি ফিল্ উকাদ্ (৪) ওয়া মিন্ শার্রি হা-সিদিন্ ইযা- হাসাদ্ (৫)

অর্থঃ আপনি বলুন! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রভাতের পালনকর্তার নিকটে (১) তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে (২) রাত্রির অনিষ্ট হতে যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় (৩) এবং গ্রন্থিতে ফুঁকদান কারিনী মহিলাদের অনিষ্ট হতে (৪) এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে (৫)

১০. সূরা নাস

বিস্ মিল্লা-হির রাহ্ মা-নির রাহীম।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسْ . مَلِكِ النَّاسْ . اِلهِ النَّاسْ . مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسْ . الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسْ . مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسْ .

উচ্চারণঃ কুল্ আউযু বি রাব্বিন্না-স্ (১) মালিকিন্না-স্ (২) ইলা-হিন্না-স্ (৩) মিন্ শার্ রিল্ ওয়াস্ ওয়া-সিল্ খান্না-স্ (৪) আল্লাযী ইয়ু ওয়াস্ ওয়িসু ফী সুদূরিন্না-স্ (৫) মিনাল্ জিন্নাতে ওয়ান্না-স্ (৬)

অর্থঃ আপনি বলুন! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের পালনকর্তার, (১) মানুষের মালিকের, (২) মানুষের মাবুদের নিকটে (৩) গোপন কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে (৪) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে (৫) জিন এবং মানুষের মধ্য হতে (৬)

বিত্‌রের নামায

বিত্‌র শব্দের অর্থ বেজোড়। এই বেজোড় নামায ইশা কিংবা তারাবীহ কিংবা তাহাজ্জুদের পর ফজরের পূর্বে পড়তে হয়। [তিরমিযী , বিতর]

বিত্‌রের নামায এমন এক নামায যা তাগীদের সাথে নবীজী আদায় করতেন। তবে তিনি তা উম্মতের প্রতি জরুরী করেন নি। আলী (রাযিঃ) বলেনঃ ''ফরয নামাযের ন্যায় বিত্‌র জরুরী নয়, তবে ইহা সুন্নত, নবীজী সুন্নত করেছেন।'' [তিরমিযী, অধ্যায়ঃ বিত্‌র, অনুচ্ছেদঃ বিত্‌র জরুরী নয়]

বিত্‌রের রাকাআত সংখ্যাঃ হাদীসে বিত্‌রের রাকাআত সংখ্যা ১, ৩, ৫, ৭, এবং ৯য় পর্যন্ত পাওয়া যায়। [মুসলিম, সালাতুল মুসাফেরীন, রাতের নামায সম্পর্কীও অনুচ্ছেদ, ইবনু মাজাহ]

উল্লেখ্য যে, বিত্‌রের রাকাআত সংখ্যা কেবল তিন এমত এবং মন্তব্য প্রচুর সহীহ হাদীসের বিপরীত। নবীজী বলেনঃ ''বিত্‌র হচ্ছে এক রাকাআত, শেষ রাতে ''। [মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরদের নামায এবং কসরের বর্ণনা]

তিনি (সাঃ) আরো বলেনঃ ''সকাল হওয়ার আশংকা হলে এক রাকাআত দ্বারা বিত্‌র পড়ে নিবে''। [বুখারী, হাদীস নং ১১৩৭- মুসলিম]

 # এক রাকাআত বিত্‌র পড়ার নিয়মঃ অন্যান্য নামাযের মত তকবীরে তাহরীমা দিয়ে, কিরাআত, রুকূ, সাজদা শেষে তাশাহ্‌হুদ পড়ে সালাম ফিরাতে হবে।

 # তিন রাকাআত বিত্‌র পড়ার নিয়মঃ একাধারে তিন রাকাআত নামায পড়তে হবে। দুই রাকাআত শেষে কোন প্রকার তাশাহ্‌হুদ (বৈঠক) হবে না। শুধু তৃতীয় রাকাআতে তাশাহ্‌হুদ পড়ে সালাম ফিরাতে হবে। [ইবনু মাজাহ, অধ্যায়ঃ নামায কায়েম করণ এবং উহার সুন্নত। অনুচ্ছেদঃ তিন এবং পাঁচ রাকাআত দ্বারা বিত্‌র]

তিন রাকাআত বিত্‌রের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিই উত্তম পদ্ধতি। অনেকে দুই রাকাআত নামায পড়ে তাশাহ্‌হুদ করে সালাম ফিরিয়ে আবার আলাদা করে এক রাকাআত নামায পড়াকে জায়েয বলেছেন। [মুগনী-২/৫৮৮]

আমি সন্দেহবাদী এই প্রজম্মের কাছে আন্তরিকতার সাথে কয়েকটি কথা রাখতে চাই .. আশা করি তারা চিন্তা করবেন .. কারণ তারা সৎ চিন্তাবাদীও বটে। পৃথিবীর মধ্যে আছে মধ্যাকর্ষণ শক্তি .. তাই মানুষ ও জীব জন্তু এখানে বসবাস করে.. ছিটকে পড়ে না। ইহা স্যার নিউটন বলেছেন। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ-উপগ্রহরা পরিভ্রমণ করছে ..। পৃথিবীর চাইতে সূর্য ১৩ লক্ষ গুণ বড় ..। পৃথিবী আকর্ষিক ভাবে সৃষ্টি হয়েছে.. বানর থেকে মানুষ এসেছে.. ইত্যাদি .. ইত্যাদি। এসব থিউরী ভুল না সঠিক আমি এ কথা বলতে চাচ্ছি না .. আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হলঃ এসব থিউরী কোন এক ব্যক্তি আবিষ্কার করেছেন .. কোন এক ব্যক্তি বলেছেন .. তাই আমরা বিশ্বাস করি .. পড়াশুনা করি .. এর বিপরীত কেউ কিছু বললে আমরা তর্ক-বিতর্ক করি .. মোট কথা আমরা মানি!! এখন আমার প্রশ্ন হলঃ যদি আমরা এসব ব্যক্তি বর্গের সূত্র..থিউরী .. মানতে পারি.. বিশ্বাস করতে পারি তাহলে, সমস্ত ব্যক্তিবর্গ তথা সারা বিশ্বের মালিক, মহান আল্লাহর কথা কেন মানতে পারি না? কেন সন্দেহ করি? পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নবী .. সর্ব শ্রেষ্ঠমানব যাঁর জীবনে সামান্যতম দোষ পরিলক্ষিত হয়নি .. এরকম মহামানব নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যখন কবরের .. কিয়ামতের .. বিচারের .. জান্নাত জাহান্নামের কথা বলেন তখন, আমরা কেন সন্দেহবাদী ..? কেন সন্দেহ পোষনকারী ..? জবাব দেবেন কি?

জানাযার নামায

ইসলাম একটি পূর্ণ এবং সুন্দর ধর্ম। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছুর পূর্ণ বর্ণনা এই সুন্দর ধর্মে সুন্দর ভাবে দেওয়া হয়েছে। সেই সুন্দর বিধি-বিধানের মধ্যে একটি হচ্ছে জানাযার বিধান। মাইয়্যেতকে প্রথমে গোসল দান, তার পর ভাল কাপড়ে কাফন পরিধান, অতঃপর জানাযার নামাযের মাধ্যমে মাইয়্যেতের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করণ। এসব এই ধর্মের সৌন্দর্যতা এবং সত্যতা প্রমাণ করে যা, অন্য ধর্মে দেখা যায় না।

ও তাবেয়ীগণ গ্রহণ করেন এবং আমল করেন। [তিরমিযী, ঈদাঈন, অনুচ্ছেদঃ দুই ঈদে তকবীর, নং ৫৩৪, তুহফাতুল আহ্ ওয়াযী- ৩/৬৫-৭১]

বর্তমানে মক্কা-মদীনা সহ সারা সউদী আরবে এভাবে ঈদাঈনের নামায আদায় করা হয়। অর্থাৎঃ প্রথম রাকাআতে সাত তকবীর আর দ্বিতীয় রাকাআতে পাঁচ তকবীর। মোট ১২ তকবীর।

* নামায শেষে ইমাম সাহেব খুতবা প্রদান করবেন। জনসাধারণ এই খুতবা শোনা এবং না শোনার স্বাধীনতা রাখে। [আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ খুতবা শোনার উদ্দেশ্যে বসা।]

পরিশিষ্ট

১. ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া প্রসঙ্গ

সত্যান্বেষী ভাইয়েরা! নামাযে পাঠিতব্য সূরা-দোআসমূহের মধ্যে সূরা ফাতেহার (আল্হামদু সূরার) গুরুত্ব সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, নামাযী একা একা নামায পড়লে তাকে অবশ্যই সূরা ফাতেহা পড়তে হবে। কিন্তু যদি নামাযী ইমামের পিছনে মুক্তাদী হয়ে নামায পড়ে তাহলে তাকে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে কি হবে না? এ বিষয়ে প্রধান তিনটি মত লক্ষ্য করা যায়।

ক. সর্বাবস্থায় নামাযীকে সূরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে। সে একা একাই নামায পড়ুক বা ইমামের পিছনে মুক্তাদী হয়ে নামায পড়ুক। সশব্দিক নামায হোক বা নিঃশব্দিক।

খ. ইমামের পিছনে মুক্তাদীকে কোন সূরাই পাঠ করতে হবে না। শুধু চুপ থেকে ইমামের তেলাওয়াত শুনবে।

গ. জেহরী নামাযে (শব্দ বিশিষ্ট নামাযে) ইমামের পিছনে পড়তে হবে না কিন্তু সির্‌রী নামাযে (নিরব নামাযে) পড়তে হবে।

এক্ষনে আমাদের সাধারণ লোকদের কর্তব্য হবে যে, যে মতের